CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS

SEM V CC-12 : INDIAN POLITICAL THOUGHT-I

TOPIC-III : Manu: Social Laws

ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা-১ : মনুর সামাজিক আইন

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

---

INDIAN POLITICAL THOUGHT-I - Manu: Social Laws

ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা-১ - মনুর সামাজিক আইন

প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ওপর বেশ কয়েকটি উৎসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে অন্যতম হলো মনুর রাষ্ট্রচিন্তা। মনুকে একটু স্বতন্ত্র স্থান দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো হলো যে প্রাচীন ভারতের আইন প্রশাসন ও রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে যে বিশদ ধারণা আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন, বিগত কয়েক হাজার বছরেও সেইসব বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণের কোন অবমূল্যায়ন ঘটেনি। মনুস্মৃতির উৎপত্তি নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে মনুস্মৃতি খ্রিস্টজন্মের হাজার বছর আগে থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় রচিত হয়েছিল।

মনুস্মৃতি কেবল আইনের ধারা গুলি বিশ্লেষণ করেননি, মানব জাতিকে শিক্ষিত, সভ্য এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুশাসনে এনে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে হলে কি করা প্রয়োজন তার সব কিছুই মনুস্মৃতিতে স্থান করে নিয়েছে।

মনুস্মৃতি অনুযায়ী সবাইকে নায়নীতি, আদর্শ, ধর্ম প্রভিতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। মনু বর্ণিত ধর্মের দশটি বৈশিষ্ট্যাদি যথাক্রমে :

- ধৈর্যশীলতা বজায় রাখা ।
- ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করা।
- সংযম পালন করা ।
- চুরি করা থেকে বিরত থাকা ।
- পরিছন্নতা ও সুচিতা বজায় রাখা।
- অপরকে ক্ষুব্ধ বা বিবশ না করা ।
- প্রজ্ঞাবান হওয়া।

- জ্ঞান আহরণে সচেষ্ট থাকা।
- সত্যের প্রতি অবিচলতা বজায় রাখা ।
- রাগ বা ক্রোধ পরিহার করা।

মনুবর্ণিত ধর্মের পাঁচটি মূল বিধি :

Vedah Smritih Sadacharah Swasya cha priyamatmanah Atachchaturvidham parhuh Sakshaddharmasya lakshanam (II.12)

বেদ, স্মৃতি, ভাল আচরণ এবং নিজের বিবেকের আত্মতৃপ্তি - এই চারটি পুণ্যের ইতিবাচক প্রমাণ।

- অন্যের বিরুদ্ধে সহিংসতা মূলক কাজে জড়িত না হওয়া (মানসিক বা শারীরিক);
- সত্যবাদিতা বজায় রাখা ;
- অবৈধ সম্পদ অর্জন না করা - চুরি, ডাকাতি, প্রতারণার মতো পদ্ধতি দ্বারা সম্পদ আহরণ না করা (ঘুষ, বাণিজ্য বা ব্যবসায় অযৌক্তিক লাভ করা, অন্যের প্রয়োজনকে কাজে লাগানো, অযৌক্তিক পেশাদার পারিশ্রমিক না নেওয়া);
- চিন্তাভাবনা, কথা ও কাজে পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং
- ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করা।

এছাড়াও, মনু সমাজকে কাজকর্মের ভিত্তিতে চার ভাগে ভাগ করেছেন । তিনি বলেছেন যে সমস্ত মানুষের যোগ্যতা ও দক্ষতা সমান নয় কিন্তু প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে এবং প্রত্যেকের অধিকার আছে সেই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্ত সাধন করা প্রয়োজন । যেহেতু প্রত্যেকের দক্ষতা ও যোগ্যতা সমান নয়, সে কারণে যার যেরকম যোগ্যতা তাকে সেই কাজ করতে হবে এবং সেই সুযোগটি দিলে সে তার যোগ্যতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটাতে পারবে।

মনুর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ব্যাখ্যা কারন সমাজের কার্যগত বিভাজন অথবা ফাংশনাল ডিভিশন নামে অভিহিত করেছেন । কার্যগত এই কারণে যে সমাজে নানা শ্রেণী ও যোগ্যতার লোক বাস করে এবং সকলে সমান যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে সব কাজ করতে পারে না বলে যে ব্যক্তি যে কাজের যোগ্য তাকে সেই কাজ করতে দেওয়া উচিত এবং তা করলে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে । এই মানদণ্ড অনুযায়ী সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার শ্রেণীতে ভাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন ।

মনুর মতে:

- ব্রাহ্মণের কাজ হল জ্ঞান অন্বেষণের থাকা এবং ধার্মিক হয়ে সব গুণ অর্জন করা ।
- ক্ষত্রিয় শ্রেণীর কাজ হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা ।
- পণ্য ও পরিষেবা প্রস্তুত করা বৈশ্য শ্রেণীর কাজ অর্থাৎ উৎপাদন মূলক কাজে নিজেকে ব্যবহৃত রাখবে ।
- পরিশ্রমের সাহায্যে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর লোকের সেবা করাই শুদ্রদের কাজ ।

এছাড়াও, নিজ নিজ কাজ এবং গুণের ফলে বর্ণ পরিবর্তন করার ব্যবস্থাও রয়েছে। তার ফলে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র এবং শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ ও হতে পারে। একইভাবে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরাও তাদের বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে v (v.10.65)।

জাতপাতের বিচারে মনুসহ প্রাচীন ভারতের পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ মনে করতেন যে শুদ্ররা হলো সমাজে সবচেয়ে নিচু শ্রেণীর বা জাতি । তারা পূজা, আরাধনা বা ধর্মাচরণ ইত্যাদি কাজে উপযুক্ত নয় । দেশ রক্ষা করা বা উৎপাদন মূলক কাজ করা তাদের দ্বারা সম্ভব নয় । মনুসহ প্রাচীন ভারতের পণ্ডিতেরা সমাজের বিভাজন নিয়ে আলোচনা করেছেন ।

মনু ন্যায় বিচারের কথাটি সরাসরি ব্যবহার করেননি, তবে তার ধারণায় এই বিভাজন সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্য এবং তিনি তা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। প্লেটোর রিপাবলিক বইটিতে আমরা দার্শনিক রাজার কথা পাই । মনু দার্শনিক রাজার উল্লেখ করেননি কিন্তু বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, দক্ষতায়, মেধায় এবং অন্যান্য অনেক বিষয় ব্রাহ্মণেরা যে অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের থেকে আলাদা এবং উন্নত তিনি বলে গেছেন। ভি. আর. মেহেতা বলেছেন যে মনুর মতে ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থভাবে এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমাজের সেবা করতে পারে এবং তারা নির্লোভ।

মনু মনে করতেন যে সমাজ শাসনের জন্য যে সমস্ত গুণাগুণ প্রয়োজন সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় গুণ হলো জ্ঞান বা প্রজ্ঞা । আজকাল আমরা জনপ্রশাসন পরিচালনার জন্য যে সমস্ত গুণের

যোগ্যতার কথা বলি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দক্ষতা। মনু মনে করতেন রাজারা প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থান করলেও অন্যের পরামর্শ ব্যতিরেকে প্রশাসন চালাতে সক্ষম নন এবং এই পরামর্শ আসবে ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে সুতরাং প্রজ্ঞায় ব্রাহ্মণেরা যে অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে তা স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন। মনু এও বলে গেছেন যে সমাজ জীবনের কোন একটি সময় সমাজের যে বা রাজ্যে কোন রাজা শাসক ছিলেন না এবং তার ফলে সমাজের বুকে নেমে এসেছিল নৈরাজ্য, অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা।

মনু বলেছেন যে সমজস্থ ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন অনিশ্চয়তার কারণে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতো এবং এই সমস্ত পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তারা একজন রাজার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিল যে একজন রাজাই সমাজকে বিশৃংখলার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারবে।

প্রাচীন ভারতের রাজাদের অন্যতম কাজ ছিল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। শোষণ থেকে মুক্ত করাও ছিল রাজার কাজ। সমাজে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বিভাজন আছে তা রাজা নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলবেন অর্থাৎ প্রতিটি সম্প্রদায় বা বর্ণের লোক নিজ নিজ শ্রেনী নির্দিষ্ট পেশা বা কাজ করে যাবে। শ্রেণীভিত্তিক ধর্ম বা কাজ কে কোন শ্রেণীর লোক উপেক্ষা করতে পারবেনা। শ্রেণীবিভাজন কে রক্ষা করা মানে রাজ ধর্মকে রক্ষা করা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সর্বতোভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

মনুর রাষ্ট্রচিন্তার নানা দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আমরা যাকে আজকে রাষ্ট্রচিন্তা বা রাষ্ট্রনীতি বলি, মনু তার সবগুলিকে নিয়েই আলোচনা করেছেন। মনুর বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে না না ধারণা পোষণ করে। যেমন - Mythologically Manu was the father of the human race. Manu is said to be a person at all but a title given to a great law giver. মনু ব্যক্তি হন বা কোন ব্যক্তির পদবী, একথা অনশিকার্য যে মনু একজন প্রখ্যাত আইন প্রণেতা। রাজ্য শাসনের জন্য রাজার কি কি করা উচিত এবং কীভাবে তিনি আইন প্রণয়ন করবেন, তাদের পরামর্শ নেবেন ইত্যাদি প্রায় সমস্ত বিষয়ে মনু ব্যাখ্যা করে গেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে সমাজ জীবন ও অন্যান্য জীবন সম্পর্কে মনু যে সমস্ত মন্তব্য করে গেছে সেগুলি পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে। মানুর চিন্তাভাবনা থেকে আজ আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

***